গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
Web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২০৫

তারিখঃ ১১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৩.৩০ টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

আজ ১১ জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্যআবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ফরিদপুর,মাদারীপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপরদিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি. মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহঅস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর(পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায়অস্থায়ী দম্‌কা হাওয়াসহ হাল্‌কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনেরভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৩.০	৩০.৬	৩২.৩	২৯.৮	৩৪.০	৩২.৫	৩৪.০	৩১.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৮	২৬.৭	২৪.৫	২৫.১	২৬.০	২৪.৩	২৫.০	২৫.০

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ঈশ্বরদী ,চুয়াডাঙ্গা ৩৪.০° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজারহাট ২৪.৩° সে.।

নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৩টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৭০টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৬টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	১১ টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	১৩ টি

অদ্য নিম্নবর্ণিত ১৩ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

স্টেশনের নাম	নদীর নাম	গত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (সে.মি.)
কুড়িগ্রাম	ধরলা	+৫১	+১৫
ডালিয়া	তিস্তা	-১৮	+১৪
গাইবান্ধা	ঘাঘট	+২৭	+২৭
চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	+১৯	+২৩
বাহাদুরাবাদ	যমুনা	+২৮	+৬৪
সারিয়াকান্দি	যমুনা	+১৬	+৪০
কাজীপুর	যমুনা	+২২	+৪২
সিরাজগঞ্জ	যমুনা	+১৫	+৪৫
এলাসিন	ধলেশ্বরী	+৮	+২৫
কানাইঘাট	সুরমা	+৪	+৫৯

অমলশীদ	কুশিয়ারা	-১৭	+৬৩
শেওলা	কুশিয়ারা	-৮	+৬২
জারিয়াজঞ্জাইল	কংস	+২০	+৩১

গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ(গতকাল সকাল ০৯ টা থেকে আজ সকাল ০৯ টা পর্যন্ত)

ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)	ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)
বরগুনা	১১০.০	নোয়াখালী	৭৫.৫
ভাগ্যকুল	১০৬.০	টাংগাইল	৬০.৪
ডালিয়া	৮২.০	টেকনাফ	৫২.৫

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ড নেই।

বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি:

সিলেট: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৮ টি উপজেলায় ৫৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা ,৪৮৬ টি গ্রাম ,২১,৬৪৫ টি পরিবার ,৪,৮৯৬টি ঘরবাড়ি,লোকসংখ্যা ১,৪৯,৮৩০ ফসল ৪৩৩০হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।মৃত হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর সংখ্যা ৭৪২১ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে ২০৪ টি ।আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে ১৩ টি । ১৯১ টি পরিবারের ৮৮৮ জন লোক আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ক্ষতি গ্রস্ত লোকদের সাহায্য হিসেবে ২৭৭.০০ মে, টন চাউল এবং ৫,৭৭,৫০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়া ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

কক্সবাজার : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে ভারী বর্ষণ ও উজানের কারণে কক্সবাজার সদর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন , রামু উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন এবং চকোরিয়া উপজেলার ১৮ টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে ।তবে বর্তমানে বন্যার পানি নেমে গেছে এবং আশ্রয় কেন্দ্রে কোন আশ্রিত লোক নেই।

মৌলভীবাজার : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও পাহড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপেজলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত (কুলাউড়া ,বড়লেখা ,জুরি) । জেলার ৩৫ টি ইউনিয়ন ,২ টি পৌরসভা ,৫৫,২৬৭ পরিবার, ৩৫০ টি গ্রাম,৩,১০,০৮০ জন লোক,৫২৫ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ , ৬,৯০৮ টি ঘরবাড়ি আংশিক ,৫,৬৪৩হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে ২৫০ টি । আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে ২৮ টি। ৪৭৬ টি পরিবার আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে । ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য হিসেবে সর্বশেষ ২৭৫ মে.টন জি আর চাউল এবং ৬,৫০,০০০ জিআর ক্যাশ ও ২০০০ ব্যাগ শুকনো খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

জামালপুর: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে জেলার ৪ টি উপজেলার (দেওয়ানগঞ্জ , ইসলামপুর ,মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ি ,) এর ১১টি ইউনিয়ন, ১৯,৭১৬টি পরিবার (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য হিসেবে ৯০মেট্রিক টন চাউল এবং ১,২০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ১জন লোক মাছ ধরার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যায়।মৃত ব্যক্তির দাফনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২০,০০০ টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

বগুড়া : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে , অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে জেলার ৩ টি উপজেলার (সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট) ১৪টি ইউনিয়ন এর ৭৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে । ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১টি মাদ্রাসায় পানি ঢুকেছে। সারিয়াকান্দি বাঁধে এপর্যন্ত ৪,০০০ পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছে । বন্যার্তদের জন্য এ পর্যন্ত জিআর চাল ২৫০ মে.টন ,জিআর ক্যাশ ৪,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বন্যার্তদের মাঝে ১২০ মে.টন জিআর চাউল এবং ১,০০,০০০/-টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

গাইবান্ধা : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, বন্যায় জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় নদী ভাংগনে ৪০টি এবং সদর উপজেলায় ৩৫টি পরিবার গৃহহীন হয়েছে । জেলার নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে । ১১,৫০০ পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় আছে। বন্যার্তদের জন্য এ পর্যন্ত জিআর চাউল ১২৫ মে.টন ,জিআর ক্যাশ ১০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বন্যার্তদের মাঝে ৫০ মে.টন জিআর চাউল ২,০০,০০০/-টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে ,বন্যায় জেলার ৫ টি উপজেলা (কাজীপুর, সদর ,বেলকুচি ,চৌহালী, শাহাজাদপুর) এর নিচু এলাকা প্লবিত হয়েছে। নদী ভেঙ্গে যাওয়ায় সদর উপজেলার সয়েদাবাদ ইউনিয়নের বেড়ি বাঁধে ৩৫০ পরিবার ,কাজীপুর উপজেলার শুভগাছা ইউনিয়নের বেড়িবাঁধে ৪০৬ পরিবার, শাহাজাদপুর উপজেলার কৈজুড়ি ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ ৪০০ পরিবার, চৌহালী উপজেলার ওমরপুর ইউনিয়নের ৫৭৫ পরিবার ,অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে ।বন্যার্তদের মাঝে ৬৪মে, টন জিআর চাল এবং ১,৫০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম জানান যে , জেলার ৯ টি উপজেলার মধ্যে ৭ টি উপজেলা যথা- কুড়িগ্রাম সদর ,রাজীবপুর ,রৌমারী,চিলমারী,উলিপুর,নাগেশ্বরী,রাজারহাট আংশিক বন্যা কবলিত হয়েছে। এর মধ্যে চিলমারী ,রৌমারী,রাজীবপুর,উলিপুরও সদর উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । আশ্রয় কেন্দ্র ও যানবাহন প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে এখন ও আশ্রয় কেন্দ্রে কোন লোক আনার প্রয়োজন হয় নাই। বন্যার্তদের জন্য এ পর্যন্ত জিআর চাল ২৫০ মে.টন ,জিআর ক্যাশ ৫,০০,০০০ টাকা এবং ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

লালমনিরহাট: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, হাতিবান্ধা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৯,২৫৭টি পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় আছে । অন্যান্য উপজেলা বন্যা দেখা দেয়নি ।হাতিয়া উপজেলার বন্যার পানি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। এপর্যন্ত ১৭৫ মে,টন চাউল এবং ৬,৫০,০০০/-টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ৮মে.টন চাউল এবং নগদ ১,০০,০০০/-টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রংপুর: জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজানে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলা (গংগাচুড়া , কাওনিয়া , পীরগাছা) এর ১১টি ইউনিয়ন,৪৫টি গ্রাম ৯,৪৮৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পীরগাছা উপজেলায় ২টি স্কুলে পানি প্রবেশ করেছে। গংগাচুড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর ভাংগনে ১০৩ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গংগাচুড়া উপজেলায় ২০মেট্রিক টন চাউল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

নীলফামারী: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষণ ও উজানে নেমে আসা পানিতে জেলার ডিমলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ৩,০০০ টি পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় আছে।

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com**
হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, www.modmr.gov.bd